দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 12 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

42

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

## বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ ॥ আন্তর্জাতিক এ্যাফিলিয়েশন প্রসঙ্গে

৮৪ সালে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ (বিএমএসআরআই) আজ বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম। '৮৬তে ঢাকা ভার্সিটির এ্যাফিলিয়েশন পাবার পর অরাজনৈতিক ও অনুকূল লেখাপড়ার শিডিউলের মাধ্যমে ভাল রেজাল্ট করে মেডিক্যাল কলেজটি আজ প্রশংসিত। বর্তমান সময়ের বিভিন্ন প্রফেশনাল এমবিবিএস পরীক্ষায় এর ছাত্রছাত্রীরা অধিকার করছে ১ম, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ প্রভৃতি মেধাস্থান। উল্লেখ্য, কলেজটির বিভিন্ন ব্যাচে অধ্যয়নরতদের অধিকাংশই ঢাকা কলেজ, ভিকারুন্নেসা নূন, হলিক্রস, নটরডেম ও ক্যাডেট কলেজগুলো হতে আগত স্থানীয় এবং বিভিন্ন দেশের বিদেশী মেধাবী ছাত্রছাত্রী।

এটা অত্যন্ত ব্যর্থতার পরিচায়ক যে, স্বয়ংসম্পূর্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল হলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ 'জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইংল্যান্ড' এবং 'ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অর্গানাইজেশনের' এ্যাফিলিয়েশন নেয়ার কোন উদ্যোগই নেয়নি, যা পাওয়া মোটেও অসম্ভব নয়। ফলে উত্তীর্ণ চিকিৎসকরা ভাল রেজাল্ট করেও ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে না। এ প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষ রহস্যজনকভাবে নীরব। অথচ মা-বাবার কষ্টার্জিত অর্থে এমবিবিএস করে। উন্নত উচ্চশিক্ষা পেয়ে-

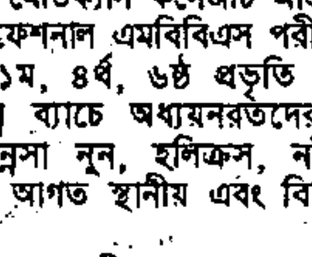

সুচিকিৎসক হওয়াই এসব মেধাবী এ্যামবিশাস ছাত্রদের স্বপ্ন। পাশাপাশি এই এ্যাফিলিয়েশনহীনতা, ভর্তির আগে 'প্রসপেক্টাসে' অভিভাবকদের কাছেও গোপন রেখে, বছরের পর বছর কর্তৃপক্ষ প্রকারান্তরে প্রতারণা করে চলেছে। কর্তৃপক্ষের এই নিস্পৃহতা আজ কলেজটির ঐতিহ্যকে ক্রমে ব্যাঙের ছাতার মতো গজানো বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের মানে নামিয়ে আনছে।

আমাদের সম্মিলিত প্রত্যাশা, প্রতিবছর ছাত্রদের লাখ লাখ তথাকথিত 'ডেভেলপমেন্ট মানি'র সামান্য অংশ ব্যয় করে অভিজ্ঞ কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুত এ্যাফিলিয়েশনের আশু ব্যবস্থা করুন। জানবেন, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম অর্জন ও রক্ষার দায়িত্ব শুধু ছাত্র বা অভিভাবকের নয়, পরিচালনা পরিষদের ওপরেও অর্পিত।

**মোঃ জামিল হাসনাইন**
পক্ষে- অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ
বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা।